International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.40-57
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.005

নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: পরিসংখ্যান ভিত্তিক পর্যালোচনা

কার্ত্তিক পাল
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, সুবর্ণপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সঞ্জিব রায়
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, সুবর্ণপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 21.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Women's empowerment through political participation is an issue that has become the focus of attention in recent years. Women's empowerment will remain elusive if they are not included in the decision-making process and policy-making process by participating in electoral politics. This research paper delves into the intricate relationship between women's participation in electoral politics and their empowerment. It aims to explore the statistical evidence supporting the notion that women's increased political engagement leads to enhanced empowerment outcomes. The study employs a quantitative research approach, utilising secondary data from various reliable sources, including government reports, academic studies, and international organisations. Statistical analysis techniques will be employed to examine trends, patterns, and correlations between women's political participation and indicators of empowerment, such as education, health, economic opportunities, and social status. The statistical review will provide empirical evidence supporting the claim that women's participation in electoral politics is a crucial driver of their empowerment. By actively engaging in the political process, women can contribute to shaping policies that address their specific needs and challenges, ultimately leading to a more equitable and just society.

Keywords: women's empowerment, electoral politics, women's representation, political participation, gender equality.

ভুমিকাঃ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্ন হল লিঙ্গ রাজনীতি। লিঙ্গ রাজনীতি ধারনার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ বিষয়টি তুলে ধরা হয় না তার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের

বিষয়টিও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উন্নত অবস্থানকে বোঝায় না বা ক্ষমতা প্রাপ্তি কে বোঝায় না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, উত্থান, ক্ষমতা দখল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নারীর গুরুত্বকে সূচিত করে। লিঙ্গ রাজনীতি হলো মূলত নারীর ক্ষমতায়নের কর্ম প্রয়াস, রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ ও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ তথা নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীজাতির অংশগ্রহণ করার অধিকার হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। ঐতিহাসিক ভাবে দেখলে দেখা যাবে নারী জাতি কিন্তু আগাগোড়াই এই বিশেষ অধিকার টি লাভ করতে পারেনি এমনকি তারা ভোটাধিকার তথা প্রতিনিধি নির্বাচনের ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নির্বাচনী রাজনীতি অংশগ্রহণ করার অধিকারও তাদের কাছে অধরা ও অজানায় ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের সুদীর্ঘ কঠিন পথ অতিক্রম করে তারা অবশেষে ভোটাধিকার লাভ করে এবং সরাসরিভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার অধিকার লাভ করে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি বিষয় যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব এবং শাসন ব্যবস্থায় নারীদের সম্পৃক্ততা ও প্রভাব বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে লিঙ্গ সমতা এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য একটি মৌলিক পূর্বশর্ত হিসেবে দেখা হয়, কারণ এটি রাজনৈতিক বিষয়ে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে সহজতর করে এবং নারীর চাহিদা ও স্বার্থের প্রতি আরও ভালো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: বিশিষ্ট নারীবাদী কেট মিলেট (Kate Millett) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Sexual Politics' এ রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছে ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ক হিসেবে যেখানে একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। নারীবাদীরা মূলস্রোতের রাজনীতিকে সমালোচনা করে থাকে। তাদের মতে, সমস্ত সামাজিক কাজের মূল কেন্দ্রে থাকে রাজনীতি, যে বিষয়টি রাজনীতিকে সমস্ত সামাজিক কার্যাবলী থেকে আলাদা করে তা হল 'ক্ষমতা'।

রাজনীতি জন ক্ষেত্রের সাথে জড়িত রয়েছে যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত বা সীমাবদ্ধ, নারীবাদীরা মনে করে কেবলমাত্র নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই নারীদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরানো সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি নারীদের দাবি-দাওয়া ও বিষয় গুলি নির্বাচনী ইস্তেহার, বক্তব্য. নীতি ও কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। নারী সম্পর্কিত বিষয় গুলি রাজনীতির সর্বাগ্রে থাকলেও নারীদের অবস্থার যেমন উন্নতি সম্ভব হয়নি, সেই কারণে নারীবাদীরা নারীদের উন্নতি ও বিকাশের জন্য রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশিষ্ট নারীবাদী Anne Philips তার লেখা বই 'Politics of Presence' এ গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে নারীদের স্বার্থ তখনই রক্ষিত হবে যখন নারীরা আইনসভায় গিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থের গ্রন্থিরকরণ করবে বা স্বার্থ অনুযায়ী আইন, নীতি প্রণয়ন করবে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে ক্ষমতার ধারণার সাথে জড়িত। রাজনীতি হলো ক্ষমতার ব্যবহারিক প্রয়োগের পাঠ, সেই অনুযায়ী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হল ক্ষমতার প্রয়োগে অংশগ্রহণ বা সিদ্ধান্ত

গ্রহণ প্রক্রিয়া, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষমতায় অংশগ্রহণকে বোঝায় যা সামাজিক পরিবর্তনকে কার্যকর করে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের দাবী জানাতে পারে ও স্বার্থের গ্রন্থিকরন করতে পারে সেরকম ভাবে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্যকে অর্জন করতে পারে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতির পাশাপাশি নারীরা সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিয়ন্ত্রন করতে ও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কতগুলি উপায় হল – (i) পার্লামেন্টে বা আইনসভায় নারীদের অংশগ্রহণ। (ii) সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নারীদের অংশগ্রহণ, (iii) রাজনৈতিক দলে নারীদের অংশগ্রহণ, (iv) নির্বাচনী রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ।

নারী ক্ষমতায়ন উন্নত সমাজের পাশাপাশি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সমাজে একটি বহুল আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নারীকে লিঙ্গ বৈষম্য থেকে লিঙ্গ সমতার দিকে নিয়ে যায়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়ন হলো নিজস্ব জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা লাভ করা তার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অনেক *সুবিধা* রয়েছে, যেমন:

1. নারীরা **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও** নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা আনতে পারে এবং নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য সমর্থন করতে পারে, যেমন লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং পরিবেশ সুরক্ষা।
2. মহিলারা অন্যান্য মহিলা এবং মেয়েদের জন্য রোল মডেল এবং পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতে পারে, তাদের আকাঙ্খা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।
3. নারীরা পার্টি লাইন এবং সামাজিক গোষ্ঠীতে **আলাপ আলোচনা**, সহযোগিতা এবং অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শান্তি **প্রতিষ্ঠা** এবং সংঘাত সমাধানে অবদান রাখতে পারে।
4. নারীরা সমাজের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে এবং জনগণের আস্থা **তৈরি** ও আস্থা বৃদ্ধি করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বৈধতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়াতে পারে।

যাইহোক, এছাড়াও অনেক *চ্যালেঞ্জ* এবং বাধা রয়েছে যা নারীদের রাজনীতিতে সম্পূর্ণ এবং কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়, যেমন:

a. বৈষম্যমূলক আইন এবং নিয়ম যা নারীর অধিকার এবং সুযোগ সীমিত করে, যেমন শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পত্তি এবং নাগরিকত্বে অসম প্রবেশাধিকার।
b. সামাজিক-সাংস্কৃতিক মনোভাব এবং স্টেরিওটাইপ যা রাজনীতিকে একটি পুরুষ ডোমেইন হিসাবে দেখে এবং নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য মহিলাদের ক্ষমতা এবং উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
c. মহিলাদের রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য সহায়তা এবং সংস্থানগুলির অভাব, যেমন প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান, নেটওয়ার্কিং, অর্থায়ন এবং মিডিয়া এক্সপোজার।

d. রাজনীতিতে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং হয়রানি, অনলাইন এবং অফলাইন উভয়ই, যার লক্ষ্য তাদের ভয় দেখানো, নীরব করা এবং অসম্মান করা।

এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে উন্নীত করার জন্য, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:

1. সাংবিধানিক বিধান এবং আইনী সংস্কার যা রাজনীতিতে নারীদের সমান অধিকার এবং সুযোগের গ্যারান্টি দেয়, যেমন কোটা বা আইনসভা সংস্থায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।
2. নির্বাচনী সংস্কার যা মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে, যেমন **সমানু**পাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, লিঙ্গ-সংবেদনশীল ভোটার নিবন্ধন এবং শিক্ষা প্রচারণা এবং লিঙ্গ-ভারসাম্যপূর্ণ প্রার্থী তালিকা।
3. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম যা রাজনীতিতে নারীদের দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ায়, যেমন নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, নাগরিক শিক্ষা, নীতি বিশ্লেষণ, মিডিয়া সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা।
4. অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান যা সচেতনতা বাড়ায় এবং মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য সমর্থন জোগাড় করে, যেমন পাবলিক সংলাপ, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, পিটিশন, সমাবেশ এবং জোট।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ হল মহিলা জনগণ, তাছাড়াও তারা হল কর্মশক্তি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এর একটি বৃহৎ অংশ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ নারী ক্ষমতায়নে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আসে বৃহত্তর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের বৃহত্তর মাত্রায় অন্তর্ভুক্তি না ঘটলে নারী ক্ষমতায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে সমাজে রাজনীতি নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা বেশী সেই সমাজ অনেক বেশী প্রগতিশীল অন্যান্য সমজের তুলনায়। নারীরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের জন্য আইন, নীতি প্রভৃতি প্রণয়ন করতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আইনসভায় নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা হিসেবে রাওনডা (৬১%), দক্ষিণ আফ্রিকা (43%), ব্রিটেন (৩২%) মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র (২৪%), বাংলাদেশ (২১%) তুলনায় সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে নারী অংশগ্রহণের মাত্রা ১০ শতাংশের কম তবে শেষ দুটি লোকসভা নির্বাচনে পার্লামেন্টে নারী অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ এর বেশি হয়েছে। ২০১৪ সালে ১৬ তম লোকসভা নির্বাচনের পর ৬২ (১১.৩৪%) জন মহিলা সদস্য পার্লামেন্টে ছিল যা ২০১৯ সালে বেড়ে দাড়ায় ৭৮ (১৪.৩১%) যা বর্তমানে চীন (৯.১%), মালৈশিয়া (৯.৮%), ব্রাজিল (৯.৬০%) বা হাঙ্গেরী (৮.৮০%) এর থেকে বেশি। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসলেও সেই দাবি এখনো পূরণ হয়নি। সেই কারণে রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে যা সামগ্রিকভাবে নারী ক্ষমতায়ন ঘটাতে সহায়তা কর। (https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political participation/facts-and-figures)

নিম্নে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়ে উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রের আইনসভায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণের শতকরা হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখানোর প্রচেষ্টা করা হল:

Table No. 1: সাম্প্রতিক কালে জাতীয় আইনসভায় নারীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার

Developing Countries	***Percentage***	***Developed Countries***	***Percentage***
Rawanda	61.3	Sweden	47.0
Cuba	53.2	Finland	46.0
South Africa	46.6	Norway	41.4
Nepal	32.7	New Zealand	40.8
China	24.9	Denmark	39.7
Bangladesh	20.9	France	39.5
Morocco	20.5	Iceland	38.1
Indonesia	20.4	England	33.9
Pakisthan	20.2	Netherlands	33.3
Egypt	15.1	Australia	30.5
India	14.4	USA	23.6

(Source: https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2020)

নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহন করার অধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক বিবর্তন

নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিকাশ একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় বিষয় যা বিভিন্ন অঞ্চল এবং সময়কাল জুড়ে বিস্তৃত। নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন এমন একটি শব্দ যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সুযোগ অর্জনের জন্য নারীরা যে বিভিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছে তা বোঝায়। বিভিন্ন অঞ্চল এবং ঐতিহাসিক সময়কালে আন্দোলনের বিভিন্ন , লক্ষ্য এবং কৌশল রয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন যে কয়েকটি সাধারণ সমস্যাকে সম্বোধন করেছে তা হল ভোটাধিকার, আইনগত অধিকার, প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতা।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের প্রাচীনতম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল ভোটাধিকার আন্দোলন, যার লক্ষ্য ছিল মহিলাদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা। ভোটাধিকার আন্দোলন অষ্টদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ভোটাধিকার আন্দোলনের কিছু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছিলেন মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট, অলিম্পে ডি গজেস, এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন, সুসান বি অ্যান্থনি, এমমেলিন প্যানখার্স্ট, অ্যালিস পল, ক্যারি চ্যাপম্যান ক্যাট, মিলিসেন্ট ফাউসেট এবং সরোজিনী নাইডু। ভোটাধিকার আন্দোলন সরকার, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল। যাইহোক, অবিরাম প্রচেষ্টা এবং অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যমে, ভোটাধিকার আন্দোলন বিংশ শতকের প্রথম দিকে অনেক দেশে তার লক্ষ্য অর্জন করে।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের আরেকটি উদাহরণ হল নারীবাদী আন্দোলন, যেটি বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অসাম্য এবং বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। নারীবাদী আন্দোলনকে প্রায়শই তিনটি তরঙ্গে বিভক্ত করা হয়: প্রথম তরঙ্গ (উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের শুরুর দিকে) যা সম্পত্তির অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকারের মতো আইনি সমস্যার সাথে জরিত ; দ্বিতীয় তরঙ্গ (1960 থেকে 1980) যেটি প্রজনন অধিকার, গার্হস্থ্য সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে সমতার মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছিল; এবং তৃতীয় তরঙ্গ (1990-এর দশক থেকে বর্তমান) যা নারীর অভিজ্ঞতা এবং পরিচয়ের বৈচিত্র্য এবং intersectionality কে প্রসারিত করে। নারীবাদী আন্দোলনের কিছু প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দ হলেন সিমোন ডি বিউভোয়ার, বেটি ফ্রিডান, গ্লোরিয়া স্টেইনেম, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস, বেল হুকস, অড্রে লর্ড, জুডিথ বাটলার, কিম্বার্লে ক্রেনশ, মালালা ইউসুফজাই এবং চিমামান্ডা এনগোজি আদিচি। নারীবাদী আন্দোলন নারীর অধিকারের জন্য সচেতনতা বাড়াতে এবং সমর্থন বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, প্রতিবাদ, ধর্মঘট, প্রচারাভিযান, সংগঠন এবং নেটওয়ার্কের মত প্রকাশ প্রভৃতি ব্যবহার করেছে।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস শুধু সংগ্রাম ও অর্জনের ইতিহাস নয়, বৈচিত্র্য ও সংহতিরও ইতিহাস। বিভিন্ন পটভূমি, সংস্কৃতি, জাতি, শ্রেণী, ধর্ম এবং অভিমুখের নারীরা বিভিন্ন উপায়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং অবদান রেখেছে। নারীরা অন্যান্য সামাজিক আন্দোলন যেমন দাসপ্রথা বিরোধী, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী, বর্ণবাদ বিরোধী, যুদ্ধ বিরোধী, পরিবেশবাদ, মানবাধিকার, LGBTQ+ অধিকার এবং গণতন্ত্র আন্দোলনের সাথে তাদের সাধারণ দাবী গুলিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছে। নারীর রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস একটি চলমান এবং বিকশিত ইতিহাস যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং সময়ে নারীর পরিবর্তিত চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে।

নারী জাতির ভোটাধিকার ও নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের দাবি বহু আগে থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে উঠতে থাকে। তবে নারী জাতির ভোটাধিকার ও নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহন করার অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নামই আসে ইংল্যান্ডে 1832 সালে শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও নারীরা কিন্তু বঞ্চিত ছিল। তারা পুরুষদের সাথে একই সময়ে ও একই শর্তে ভোটাধিকার লাভ করেনি। 1958 সালে ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় কিন্তু তাতেও কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। নিঃশর্তভাবে 1928 সালে পুরুষের সাথে সমানভাবে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকার অর্জনের জন্য নারী আন্দোলন শুরু হয় 1861 সালে এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে 1920 সালে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। এরপর বিভিন্ন দেশে ভোটাধিকার অর্জনের জন্য নারী আন্দোলনের সূচনা হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে 1947 সালে জাপানে, 1950 সালে ভারতবর্ষে, 1971 সালে সুইজারল্যান্ডে নারী জাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় । এমনকি ফ্রান্স ও ইতালিতে নারী জাতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (1939-45) পর ভোটাধিকার ও রাজনীতি তে সক্রিয় অংশগ্রহন করার অধিকার অর্জন করে এবং তারা এবার নির্বাচনী রাজনীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসে। নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিকাশ একটি আকর্ষণীয় বিষয়। নারী ভোটাধিকার হলো নারীদের

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার, নির্বাচিত হওয়া এবং সরকারি পদে থাকার অধিকার। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে নারীদের ভোটাধিকার অর্জন করেছে এবং কিছু আজও এর জন্য সংগ্রাম করছে। বিশ্বজুড়ে নারীদের ভোটাধিকারের ইতিহাস সম্পর্কে এখানে কিছু মূল তথ্য ও ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে : 1893 সালে মহিলাদের ভোটের অধিকার প্রদানকারী প্রথম দেশ ছিল নিউজিল্যান্ড, 1906 সালে মহিলাদের জাতীয় নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া প্রথম দেশটি ছিল ফিনল্যান্ড,1960 সালে প্রথম দেশ যেখানে একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান ছিল শ্রীলঙ্কা, 1950 সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের জন্য জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম দেশ ছিল ভারত, 2015 সালে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানের সাম্প্রতিকতম দেশটি ছিল সৌদি আরব।

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে আমরা নারীর অংশগ্রহণের কথা জানতে পারি। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্-কালে ও পরবর্তীকালে লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ রাজনীতির ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী নারীর সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা অত্যাবশ্যক নয়। বিশেষ করে স্বাধীন ভারতের মহিলাদের অধিকাংশ রাজনীতি থেকে দূরে থেকে গেছে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা খুবই সীমিত। কিন্তু সভ্যতার যে অগ্রগতি ও বিকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা নারী ছাড়া সম্ভব ছিল না।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের সংঘটিত একটি নারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। গান্ধীজি ভেবেছিলেন নারী পুরুষ একত্রিত ভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। কংগ্রেসের মধ্যে মহিলা শাখার দাবি জানিয়েছিলেন। এই দাবির ভিত্তিতে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে 1927 সালে গড়ে উঠেছিল "All Indian Women Conference" যা অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো প্রভৃতি আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করেছিল মহিলাদের অংশগ্রহণ ।স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিপকো, নর্মদা বাঁচাও এর মত বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখনও পশ্চাৎপদতা রয়েছে। 1951-52 থেকে শুরু করে 2008 সাল পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার ছিল 10% কম। বস্তুত 2009 সালের লোকসভা তে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়ে 10.90% পৌঁছায়। 2014 সালে লোকসভাতে নারীদের হার বেড়ে 11.41% পৌঁছায়, 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 14.40% পৌঁছায় এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও, 2024 সালে 18 তম লোকসভার মোট নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে 13.6 শতাংশ সংসদ সদস্য ছিলেন মহিলা।।

প্রতিনিধিত্ব মূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করার জন্য ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন করা হয়। 1992 সালের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের অনীহা সম্পর্কে বিশ্ব সংস্থা ও ভারত সরকারের সমীক্ষা বিস্ময়ের জন্ম দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হল 1980 এর দশক থেকে 1990 এর দশকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে ভারত সরকার যে সমীক্ষা পেশ করেছে

সেখানে পরিসংখ্যানের তেমন পার্থক্য নেই। 2004 সালের লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের সদস্য ছিলেন 8.29% অর্থাৎ 543 জনের মধ্যে 45 জন। 2009 সালের লোকসভাতে মহিলাদের সদস্য ছিলেন 10.90% অর্থাৎ 543 জনের মধ্যে 59 জন। 2014 সালের লোকসভা ভাবে মহিলাদের সদস্য ছিলেন 12.15% অর্থাৎ 543 জনের মধ্যে 62 জন। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 14.40% পৌঁছায় অর্থাৎ 543 জনের মধ্যে মহিলা সদস্যের সংখ্যা 78 জন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম এত সংখ্যক মহিলা সংসদ পেয়েছে দেশ কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য বৃহত্তর সচেতনতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও, 2024 সালে 18 তম লোকসভার মোট নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে 13.6 শতাংশ বা 74 জন সংসদ সদস্য ছিলেন মহিলা।। তবে সংখ্যাটা ভারতের নিরিখে সর্বোচ্চ হলেও খুব একটা গর্ব করার কিছু নেই। কারণ সারা বিশ্বে গড়ে 24% মহিলার সংসদ থাকেন। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মহিলা সংসদের পরিমাণ গড়ে 18% সেই অর্থে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর মহিলাদের লোকসভাতে সর্বাধিক আসন লাভ করলেও সমগ্র বিশ্বে যে ভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে ভারতবর্ষ এখনও পশ্চাদ পদেই হয়ে গেছে। ভারতের সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ বা মহিলা সাংসদদের সংখ্যার বিবর্তনটি গ্রাফের সাহায্যে দেখানো হল-

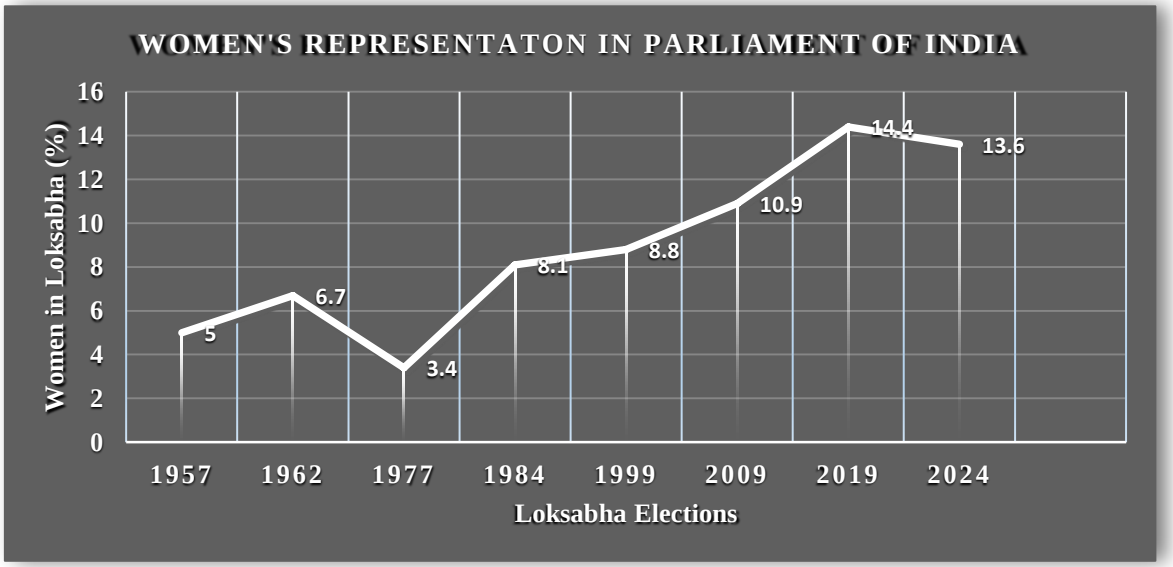

Source: https://www.indiatoday.in/diu/story/lok-sabha-election-results-2024-women-mps-in-parliament-decreased-female-voters-increase-2550592-2024-06-08

ভারতের পার্লামেন্টে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার চিন্তাভাবনা চলছে গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে।বছর দশেক আগে এই লক্ষ্যে একটি বিল রাজ্যসভাতে পাশ হয়েছিল কিন্তু লোকসভাতে পেশ না করায় তার নিজের থেকেই খারিজ হয়ে যায়। 2019 সালের 17 তম লোকসভা নির্বাচনে সর্বাধিক মহিলা প্রার্থী জয় লাভ করে। 77তম লোকসভায় রাজ্য থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্য সংখ্যা। উত্তর প্রদেশ থেকে 11 জন। সে রাজ্যে অবশ্য লোকসভার আসন সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে 41% মহিলা প্রার্থী দিয়েছিল লোকসভা নির্বাচনে তার মধ্য থেকে 11 জন জয়লাভ

করে। ওড়িশায় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পাটনায়ক এবছর 33% মহিলা প্রার্থী দিয়েছিলেন BJP থেকে যেখানে 21 টির বেশি আসনের মধ্যে 7 টি আসনেই মহিলা প্রার্থী ছিল। বিজেপি থেকে আরও দুজন মহিলা প্রার্থী নিয়ে সংখ্যাটি 9। হরিয়ানা থেকে 11 জন মহিলা প্রার্থী লোকসভাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মাত্র 1 জন জয়লাভ করে, কেরালা থেকে মাত্র 1 জন সংসদ নির্বাচিত হয়েছে যা আশাপ্রদ নয়। মহিলা সাংসদের নির্বাচনের নিরিখে প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর কথা বাদই দিলাম, কিউবা, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, রায়ান্ড ও বলিভিয়ার থেকেও অনেক পিছিয়ে ভারত। লোকসভাতে নারীদের 33% আসন সংরক্ষণ করা হলেও আজ পর্যন্ত তা সরকারের আমলেই পূরণ হয়নি।

৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীতে নারীদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়। যা 1993 সালে কার্যকর করা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রার্থী দেওয়া সময় মহিলা প্রার্থী সংখ্যা খুবই সীমিত। পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা প্রার্থী অবস্থা। পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এগিয়ে অসম, কেরালা, কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড বা রাজস্থানের মতো রাজ্য। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান 12 নম্বরে। পঞ্চায়েত মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী সর্বভারতীয় স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বিভিন্ন রাজ্যে 45.99%, পশ্চিমবঙ্গে 49.98 %,মহারাষ্ট্রে 49.93%, সিকিমে 49.95% ঝাড়খণ্ডে 59.18%, রাজস্থানে 58.29%, উত্তরাখণ্ড 57.83%, ছত্রিশগড়ে 55.14 %, কর্নাটক 53.40%, কেরালা 51.85%, বিহার 51.68%।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রাও তেমন আশানুরূপ নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা ভোটারের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে ক্রমশ মহিলাদের ভোটের শতকরা হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2021সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ভোটার 49.01% শতাংশ। 51.4%, তামিলনাড়ুতে 50.5%, অন্ধ্রপ্রদেশে 50.04%। এছাড়াও গোয়া, অরুণাচল প্রদেশ, পন্ডিচেরি, মণিপুরী, মিজোরাম ও মেঘালয়াতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে এই হিসাব কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ সারা ভারতের পরিসংখ্যান দেখলে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারব। কারণ বর্তমানে সারাদেশে মোট 3974 জন বিধায়কদের মধ্যে মহিলা বিধায়কের সংখ্যা মাত্র 352 যা শতাংশের হিসাবে মাত্র 9%। যদিও একবিংশ শতাব্দীতে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতবর্ষে নারী ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা সমূহ: বর্তমান ভারতবর্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন পেশা বা চাকরিতে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, চিকিৎসা, খেলাধূলাতেও মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানের বিচারে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কতৃত্ব বলতে যা বোঝায় ভারতীয় মহিলারা তা সঠিক ভাবে অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ নারীদের ক্ষমতায় সঠিক লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ভারত সরকার নারী ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে অন্যত কিছু উল্লেখ করা হল -

ভারতবর্ষে নারী ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কন্যা শিশুর হার বৃদ্ধি করার জন্য "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও "প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। যার লক্ষ্য হলো কন্যা শিশুর

জন্মের অনুপাত বাড়ানো। যার ফলে ক্রমশ নারী পুরুষের অসাম্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। এছাড়াও 2013 সালে পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হল বাল্যবিবাহ রোধ করে মেয়েদের শিক্ষাগত, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 13 থেকে 19 বছর বয়সী সামাজিকভাবে অরক্ষিত মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। যার ফলে নারীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে আত্মনির্ভর জীবন যাপন করতে পারে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আজও নারীদের উপর মানসিক, সামাজিক, শারীরিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। নারীরা নানা ধরনের জোর জুলুমের মুখে পড়ে কিন্তু তারা জানে না কোথায় গেলে তারা সুবিচার পাবে। 2015 সালের মার্চ মাসে ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে পুলিশ, চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও জবরদস্তি নিপীড়িত মেয়েদের আপাতত আশ্রয় সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাঠিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা করবে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যে 718 টি জেলাতে ওয়ান স্টপ সেন্টার খোলার অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ জানানোর জন্য 2015 সালে 1st এপ্রিল 'মহিলা হেল্প লাইন 'প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সারাদেশে 187 টেলিফোন নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যায়। 20 লক্ষেরও বেশি মহিলা এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে নারীরাও বিভিন্ন ধরনের পেশা বা চাকরিতে যোগদান করেছে। নারীরা যাতে তাদের সরকারি বা বেসরকারি কর্মস্থানে যৌন হেনস্থার শিকার না হয় তার জন্য 2013 সালে কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা আইন পাশ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় রয়েছেন সব বয়স বা সব ধরনের মহিলা কর্মী দেশ জুড়ে সংঘটিত ও অসংগঠিত দু-ক্ষেত্রেই আইনটি সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতা গড়ার জন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক 223 টি প্রতিষ্ঠান বাছাই করেছে। সংস্থাগুলি নারীদের উপর কর্মস্থলে যৌন হেনস্থার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে নারী সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চায়। এছাড়াও নারীরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজের সামাজিক অবস্থানের উন্নত ঘটাতে পারে তার জন্য 2006 সালে বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন পাস করা হয়।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যার জন্য লিঙ্গ বাজেট প্রকল্পকে কেন্দ্র ও রাজ্য গুলিতে নীতি তৈরি করা থেকে ফল লাভ সবেতেই এই বাজেটকে ঠাই দেওয়া সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বাজেটের একটা নির্দিষ্ট অংশ নারীদের জন্য সুনিশ্চিত করতে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক সদা সক্রিয়। এছাড়াও নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সচেতন করতে মন্ত্রক পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও 11 থেকে 14 বছর বয়সি স্কুল ছুট মেয়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং দক্ষতা বাড়াতে সরকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 2018 সালের 1লা এপ্রিল এই প্রকল্প দেশের সব জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রসূতিদের উপকারের জন্য 2016 সালের 31শে ডিসেম্বর 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা' প্রকল্পের সূচনা করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রসূতি মহিলাদের সার্বিক সুবিধা প্রদান করা হয়। উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ, মহিলা বৈদ্যুতিক হাট, মহিলা শক্তি কেন্দ্র, সুসংগত শিশু উন্নয়ন শিশু উন্নয়ন পরিষেবা (আইসিডিএস) প্রভৃতি একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরিক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে একবিংশ শতকেও স্বাধীন ভারতে নারীর অবস্থানের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। নারীর এই অবস্থানের জন্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় দায়ী।

কারণ আমরা জন্মের পর থেকেই দেখতে পাই ছেলে ও মেয়েদের প্রতি পিতা-মাতার এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ। আর ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষই যেহেতু গ্রাম বা আধাশহরে বাস করে তাই তাদের মধ্যে একটা প্রবনতা কাজ করে যে ছেলে সন্তান হওয়াটাই তাদের কাছে অধিক আনন্দের। ছোটবেলা থেকে তারা ছেলে ও মেয়েদের কাজকর্ম, পোশাক পরিচ্ছদ গুলিকে এমনভাবে আলাদা করে দেয় যেন তারা দুটি ভিন্ন গৃহের জীব। যেহেতু আমাদের পরিবারে, সমাজে এই বৈষম্যের আতুর ঘর তাই এই বৈষম্য দূর করতে হলে পুরুষতান্ত্রিক যে মানসিকতা তার পরিবর্তন করতে হবে। কারণ মানুষ যদি সময়ের সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে পরিবর্তন না করতে পারে তাহলে এই বৈষম্য কোনদিন দূর করা সম্ভব হবে না।

আধুনিক ভারতবর্ষে নারীরা রাজনীতিতে খুব একটা অংশগ্রহণ করছে না ভারতীয় সমাজের বৈষম্যের কারণে আবার সমাজের অনেক পুরুষই চায় না যে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক। লিঙ্গ বৈষম্য ভারতীয় রাজনীতির বড় সমস্যা। তবে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে মহিলা সংসদের সংখ্যা 14% যা মোটেই গর্বের নয়। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু বাস্তবে সেইসব প্রকল্পে সুবিধা যাতে মহিলারা পেতে পারে তার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত মানুষ বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানসিকভাবে নারীর উন্নয়নে মেনে নিতে না পাড়বে ততদিন পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন সঠিকভাবে সম্ভবপর নয়। ভারতবর্ষ যেহেতু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তাই এখানে প্রত্যেকে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন ক্ষমতায়নের দিক থেকে নারী পুরুষ সমান সমান হয়। তাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি না করতে পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায় কখনোই সম্ভবপর হবে না।

ভারতের প্রথম সাধারণ লোকসভা নির্বাচন (১৯৫২) থেকে লোকসভা নির্বাচন (২০১৯) পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা তে নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল, যাতে ভারতীয় পার্লামেন্টে নারী সদস্যের অংশগ্রহণের পরিবর্তন ও প্রবনতা বুঝতে সুবিধা হয়।

Table No. 2: বছর ভিত্তিক লোকসভা ও রাজ্যসভাতে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

Members in Lok Sabha				Members in Rajya Sabha		
Year	Total Members	Female Members	Percentage (%)	Total Members	Female Members	Percentage (%)
1952	499	22	4.41	219	16	7.31
1957	500	27	5.40	237	18	7.59
1962	503	34	6.76	238	18	7.56
1967	523	31	5.93	240	20	8.33
1971	521	22	4.22	243	17	7.00
1977	544	19	3.49	244	25	10.25
1980	544	28	5.15	244	24	9.84
1984	544	44	8.09	244	28	11.48
1989	517	27	5.22	245	24	9.80
1991	554	39	7.17	245	38	15.51

1996	543	39	7.18	243	19	8.52
1998	543	43	7.92	245	15	6.12
1999	543	49	9.0	245	19	7.80
2004	539	44	8.20	245	28	11.40
2009	543	58	10.60	245	22	8.98
2014	543	61	11.20	245	29	11.80
2019	543	78	14.31	245	25	10.20
2024	543	74	13.62	245	24	9.79

Source: Election Commission of India (www.eci.nic.in)

ভারতের প্রথম সাধারণ লোকসভা নির্বাচন (১৯৫২) থেকে লোকসভা নির্বাচন (২০১৯) পর্যন্ত লোকসভাতে নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল, যাতে ভারতীয় পার্লামেন্টে নারী সদস্যের অংশগ্রহণের হার, প্রবনতা ও সফলতা অনুধাবন করতে সুবিধা হয়।

Table No. 3: বছর ভিত্তিক লোকসভা নির্বাচনে নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার

Year of General Election	Contestants			Elected		
	Total	Women (In Number)	Women (In %)	Total Seats	Women (In Number)	Women (In %)
1999	4648	284	6.1	543	49	9.0
2004	5435	355	6.5	543	45	8.3
2009	8070	556	6.9	543	59	10.9
2014	8251	668	8.0	543	62	11.4
2019	8054	726	9.0	543	78	14.4

Source: Press Information Bureau (pib.gov.in)

টেবিলে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা পুরুষ প্রতিনিধিত্বের তুলনায় যথেষ্টই কম, বিগত পাঁচটি লোকসভা নির্বাচনে ২০১৯ সালে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা ১০ শতাংশ পার করতে পারেনি, আবার ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা ১৪.৪০ শতাংশ হয়েছে যা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মোটেই আশাব্যাঞ্জক ফলাফল তুলে ধরেনা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গেলেও ভারতীয় পার্লামেন্টে নারী সদস্যের সংখ্যা ২০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারলনা।

২৮ টি রাজ্যের ও ৩ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল

Table No. 4: সাম্প্রতিক বছরে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার

Sr. No.	Name of State / UT	Year of Last General Election to Legislative Assembly	% Of Women Contestants	% Of Seats won by Women
1.	Andhra Pradesh	2019	9.96	8.00
2.	Arunachal Pradesh	2019	5.98	5.00
3.	Assam	2021	8.03	4.76
4.	Bihar	2020	9.91	10.70
5.	Chhattisgarh	2018	10.40	14.44
6.	Goa	2017	7.57	5.00
7.	Gujarat	2017	6.89	7.14
8.	Haryana	2019	9.24	10.00
9.	Himachal Pradesh	2017	5.62	5.88
10.	Jammu and Kashmir	2014	3.37	2.30
11.	Jharkhand	2019	10.44	12.35
12.	Karnataka	2018	8.31	3.14
13.	Kerala	2021	10.97	7.86
14.	Madhya Pradesh	2018	8.62	9.13
15.	Maharashtra	2019	7.38	8.33
16.	Manipur	2017	4.13	3.33
17.	Meghalaya	2018	8.86	5.08
18.	Mizoram	2018	8.61	0
19.	Nagaland	2018	2.56	0
20.	Odisha	2019	9.94	8.90
21.	Punjab	2017	7.07	5.13
22.	Rajasthan	2018	8.24	12.00
23.	Sikkim	2019	10.66	9.38
24.	Tamil Nadu	2021	10.33	5.13
25.	Telangana	2018	7.69	5.04
26.	Tripura	2018	8.08	5.00
27.	Uttarakhand	2017	9.73	7.14
28.	Uttar Pradesh	2017	9.93	10.55
29.	West Bengal	2021	11.34	13.70
30.	NCT of Delhi	2020	11.76	11.43

31.	Puducherry	2021	11.11	3.33

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1809217

টেবিলে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে **সাম্প্রতিক বছরে** ২৮ টি রাজ্যের ও ৩ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে **নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা, নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার** পুরুষ প্রতিনিধিত্বের তুলনায় যথেষ্টই কম, **প্রতিযোগী হিসেবে বা নির্বাচিত সদস্য হিসেবে** প্রতিনিধিত্ব ১৫ শতাংশ অতিক্রম করতে পারেনি।

Table No. 5: রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুসারে দেশের পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা

State / UTs	Total PRI Representatives	Total Elected Women Representatives
Andaman & Nicobar Islands	858	306
Andhra Pradesh	156050	78,025
Arunachal Pradesh	9383	3,658
Assam	26754	14,609
Bihar	136573	71,046
Chhattisgarh	170465	93,392
Dadra & Nagar Haveli	147	47
Daman & Diu	192	92
Goa	1555	571
Gujarat	144080	71,988
Haryana	70035	29,499
Himachal Pradesh	28723	14,398
Jammu & Kashmir	39850	13,224
Jharkhand	59638	30,757
Karnataka	101954	51,030
Kerala	18372	9,630
Ladakh	NA	NA
Lakshadweep	110	41
Madhya Pradesh	392981	196490
Maharashtra	240635	128677
Manipur	1736	880
Odisha	107487	56,627
Puducherry	NA	NA

Punjab	100312	41,922
Rajasthan	126271	64,802
Sikkim	1153	580
Tamil Nadu	106450	56,407
Telangana	103468	52,096
Tripura	6646	3,006
Uttar Pradesh	913417	304538
Uttarakhand	62796	35,177
West Bengal	59229	30,458
Total	**3187320**	**1453973**

NA- Not Available

Source: pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1658145

ভারতে, 21টি রাজ্য পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে (PRIs) মহিলাদের জন্য 50% আসন সংরক্ষণের নীতি বাস্তবায়ন করেছে। 2020 সালের হিসাবে, এই পঞ্চায়েতি সংস্থাগুলির 46% এরও বেশি সদস্য মহিলা। যে রাজ্যগুলি এই নীতি বাস্তবায়ন করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে: অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ।

মহিলা সংরক্ষণ আইন: মহিলা সংরক্ষণ বিল হল একটি প্রস্তাবিত আইন যার লক্ষ্য ভারতীয় সংসদ এবং রাজ্য আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা। এটি বিভিন্ন নারী অধিকার গোষ্ঠী ও কর্মীদের পাশাপাশি কিছু রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের দাবি। বিলটি পাসের ক্ষেত্রে অনেক বাধা এবং বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু অবশেষে এটি 2023 সালের সেপ্টেম্বরে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিনত হয়। এই আইনের মূল বিষয় গুলি হল:

1) আইনটি মহিলাদের জন্য লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ লোকসভার 543টি আসনের মধ্যে 181টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একইভাবে, রাজ্য বিধানসভার 4120টি আসনের মধ্যে 1360টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
2) আইনটি বিদ্যমান তপশিলি জাতি এবং এসটি সংরক্ষণের মধ্যে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করে। এর মানে হল যে লোকসভায় SC-দের জন্য সংরক্ষিত 131টি আসনের মধ্যে 44টি আসন SC মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একইভাবে, লোকসভায় ST দের জন্য সংরক্ষিত 84 টি আসনের মধ্যে 28 টি আসন ST মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে[1]।
3) এই আইনটি প্রকাশিত হওয়ার পরে পরিচালিত আদমশুমারির পরে সংরক্ষণ কার্যকর হবে। এর ভিত্তিতে, 15 বছরের জন্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সীমানা নির্ধারণ করা হবে। যাইহোক, এটি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

4) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটি সীমাবদ্ধতার পরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি আবর্তিত হবে।
5) বিলটি সর্বপ্রথম 1996 সালে লোকসভায় 81 তম সংশোধনী বিল হিসাবে দেবগৌড়ার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার দ্বারা পেশ করা হয়েছিল। যাইহোক, এটি কিছু দল এবং সাংসদদের কঠোর বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল, যারা এর সম্ভাব্যতা, প্রভাব এবং পছন্দসইতা সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তি ও উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল। বিলটি একটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু লোকসভা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে এটি বাতিল হয়ে যায়।
6) পরবর্তী বছরগুলিতে বিলটি বেশ কয়েকবার পুনরায় উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐকমত্য এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কারণে এটি পাস করা যায়নি। বিলটি 2010 সালে রাজ্যসভায় 186টি পক্ষে এবং একটি বিপক্ষে ভোট দিয়ে পাস হয়েছিল, কিন্তু কিছু দলের বাধা এবং প্রতিবাদের কারণে লোকসভায় এটি গ্রহণ করা যায়নি। 2014 সালে লোকসভা ভেঙে যাওয়ার পরে বিলটি আবার বাতিল হয়ে যায়।
7) বিলটি 2023 সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার দ্বারা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, যা তার নির্বাচনী ইশতেহারে এটি পাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল 19 সেপ্টেম্বর, 2023-এ বিলটি লোকসভায় পেশ করেছিলেন। সদ্য উদ্বোধন হওয়া সংসদ ভবনে বিবেচিত প্রথম বিল হিসেবে এটি ছিল ঐতিহাসিক। বিলটি 20 সেপ্টেম্বর, 2023-এ লোকসভা দ্বারা 454টি পক্ষে এবং দুটি বিপক্ষে ভোট দিয়ে পাস হয়েছিল। 21শে সেপ্টেম্বর, 2023-এ বিলটি রাজ্যসভায় 214টি পক্ষে এবং বিপক্ষে কোনও ভোট দিয়ে পাস হয়েছিল। বিলটি 28 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে সম্মতি পেয়েছে এবং একটি আইনে পরিণত হয়েছে।
8) বিলটি ভারতীয় রাজনীতি এবং সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ এটি নীতি-নির্ধারণ ও শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করবে। এটি নারীদের জনজীবন এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আরও সুযোগ তৈরি করবে। এটি জেন্ডার স্টেরিওটাইপ এবং নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করবে যা ঐতিহাসিকভাবে নারীদের রাজনৈতিক স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এটি ভোটার এবং প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আরও বেশি নারীকে অনুপ্রাণিত করবে। বিলটিকে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবেও দেখা হয়, কারণ এটি বিভিন্ন নারী আন্দোলন এবং সংগঠনের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত দাবি পূরণ করে।

উপসংহারঃ ভারতীয় রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের চিত্রটি জটিল এবং বহুমাত্রিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই নারীরা রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসলেও, স্বাধীনতার পর তাদের প্রতিনিধিত্বের হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষপাতিত্বের মতো নানা কারণে নারীরা রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়েছে। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং শিক্ষার প্রসার নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে আরও সুসংহত করতে পারে। ভারতীয় রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের হার বাড়াতে সকলের যৌথ প্রচেষ্টা

প্রয়োজন। সরকার, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নারীরা যখন রাজনীতিতে সমান অংশগ্রহণ করবে তখনই একটি সমানাধিকারের সমাজ গড়ে উঠবে।

Reference:

1) নারীবাদ, রাজশ্রী বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (2012)
2) Women's rights movement| Definition, Leaders, Overview, History... https://www.britannica.com/event/womens-movement.
3) History Of Women's Rights In India: Evolution Of Women's Rights In India. https://www.hercircle.in/engage/get-inspired/achievers/a-brief-history-of-women-rights-freedom-and-gender-equality-in-india-1071.html.
4) Timeline: The Women's Rights Movement in the U.S.. https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2017-01-20/timeline-the-womens-rights-movement-in-the-us.
5) Feminism's Long History. https://www.history.com/topics/womens-history/feminism-womens-history.
6) https://nationalwomenshistoryalliance.org/history-of-the-womens-rights-movement/.
7) https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_political_participation_in_India.
8) https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/evolution-of-women-s-movements-in-india.
9) Empowering Women in Political Participation and Leadership. https://www.newtactics.org/conversation/empowering-women-political-participation-and-leadership.
10) EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH POLITICAL PARTICIPATION - IJCRT. https://ijcrt.org/papers/IJCRT2105754.pdf.
11) Facts and figures: Women's leadership and political participation. https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures.
12) Political Participation of Women| UN Women – Asia-Pacific. https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women.
13) http://www.vancouverobserver.com/news/100-organizations-ask-federal-part.
14) http://theglobalobservatory.org/2013/03/new-constitution-helps-kenyan-wo.
15) Women's Reservation Bill - ClearIAS. https://www.clearias.com/women-reservation-bill/.
16) Women's Reservation Bill 2023 - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Reservation_Bill_2023.

17) Women's Reservation Bill [UPSC Notes] - BYJU'S. https://byjus.com/free-ias-prep/womens-reservation-bill-upsc-notes/.
18) Explained | On reservation for women in politics - The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/explained-on-reservation-for-women-in-politics/article66624358.ece.
19) What is Women's Reservation Bill, Its History and What Would Change .... https://www.news18.com/explainers/what-is-womens-reservation-bill-parliament-special-session-8582997.html.
20) https://www.indiatoday.in/diu/story/lok-sabha-election-results-2024-women-mps-in-parliament-decreased-female-voters-increase-2550592-2024-06-08
21) https://bing.com/search?q=historical+development+of+women%27s+political+rights+movement.